আলমডাঙ্গায় বেশি দামে গরুর মাংস-মুরগি বিক্রি, চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে গরু ও মুরগি বিক্রির ঘটনায় আলমডাঙ্গায় চার ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস আদালত সম্পর্কে বলেন, বুধবার দুপুরে পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছিল। এসময় মাংস ও মুরগি বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এমন অভিযোগে ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ ১৪৫ টাকা ৭৮ পয়সা। তা উৎপাদক পর্যায়ে ১৫১ টাকা ৮১ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১৬২ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা ৩০ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে গরুর মাংসের উৎপাদন খরচ ৫৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। উৎপাদক পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ৬০৫ টাকা ১৩ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ৬৩১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৬৪ টাকা ৩৯ পয়সা বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাই ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে মাংস ব্যবসায়ী মজিবর রহমানকে তিন হাজার টাকা, লিজু আলীকে দুই হাজার টাকা, মুরগি ব্যবসায়ী ইমন হোসেনকে দেড় হাজার টাকা, সোলেমান আলীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) সাময়িক বরখাস্ত হওয়া দুজন শিক্ষক তাদের স্বাক্ষর করে পত্র দুটি গ্রহণ করেছেন বলে ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মীর মুহাম্মদ জান্নাত আলী জানিয়েছেন।

এদের মধ্যে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জাল করা এবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধবারে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাময়িক বরখাস্তের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনএবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কক্ষে এসে বিধিমোতাবেক শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার বিরোধিতা করে অধ্যক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

এসময় মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মো. আবুল হাশেম ও প্রভাষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) মো. মাসুদুর রহমান প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা প্রতিবাদী দুজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে রক্তাক্ত করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। এছাড়া সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারী ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের স্বাক্ষর জাল করে উচ্চতর বেতনের আবেদন করার বিষয় প্রমাণিত হয়। এসব বিষয়ে অভিযুক্ত দুজন শিক্ষককে

দু’দফা কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হলেও তারা সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যার্থ হন। একই সঙ্গে সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিন দ্বিতীয় দফায় পাঠানো শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালিয়াতি নোটিশের কোনো জবাব দেননি।

এ কারণে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভায় ওই দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারা হয়।

আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী

অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

আলমডাঙ্গায় পাম্প সচলের দাবিতে কৃষক জোটের মানববন্ধন

জিকে সেচ প্রকল্পের অকেজো পাম্প দ্রুত সচলকরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক জোট।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌর এলাকার পানি শূণ্য জিকে খালের মধ্যে অবস্থান করে এ মানববন্ধন করেন। এতে অংশ নেন সেচ খালের আওতাধীন কয়েক শতাধিক কৃষক। ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি থেকে এ অঞ্চলে প্রত্যেক কৃষকের বোরো ধানের জমিতে সেচের পানি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন কৃষক জোটের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী, উপজেলা কৃষক জোটের সভাপতি এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, সহ-সভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌস উষা, মহাসিন আলী, কৃষক জোটের ডাউকি ইউনিয়ন সভাপতি মোজাম্মেল হক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান খাঁন, সদস্য মজিরন নেছা, তাপসি খাতুন, তহমিনা বেগম। কৃষক জোটের প্রকল্প সমন্নয়কারী মশিউর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা আসমা হেনা চুমকি, রিসোর সমন্নয়কারী দারুল ইসলাম, কৃষক জোটের মাঠ কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার কৃষকের বোরো মৌসুমে ধান চাষ জিকে খালের পানির উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের কৃষকদের দিনের পর দিন অবহেলা করা হচ্ছে। তাঁরা ঠিকমতো পানি পাননি। অতিকষ্টে

তাঁদের ফসল ফলাতে হয়। মৌসুমের শুরুতেই সেচ পানি সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন সেচ পাম্প নষ্টের অজুহাতে কৃষকদের দুর্ভোগে ফেলে হয়রানীর অভিযোগও করেন।

উপস্থিত কৃষক আব্দুল ওহাব আলী বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সেচ খালে পানি সরবরাহ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার জিকের অধীনে সেচের জমি আছে ১ লাখ ৯৭ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে বোরো ৩৫ থেকে ৪০ হাজার; আমন ৫০ থেকে ৫৫ হাজার হেক্টর জমিতে আবাদ হয়।

ভেড়ামারায় প্রধান পাম্প হাউসের দুটির মধ্যে ২০২২ সাল থেকে একটি নষ্ট। অন্যটি দিয়ে পানি সরবরাহ করা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে চুয়াডাঙ্গায় পানি দিলে চাষিরা বোরো রোপণ করেন। ২১ দিনপর আবারো সচল সেচ পাম্পটিও অকেজো হয়ে পড়ে। সেচ পানি না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় দুইশত হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে পড়েছে। দ্রুত সেচ পাম্প সংস্কার করে পানি দেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বসতবাড়ির সামনে প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামে চলাচলের রাস্তায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি থেকে বের হতে না পেরে ভুক্তভোগী পরিবার হয়ে পড়েছেন দিশেহারা।

পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এ অমানবিক কাজ বন্ধের আহবান জানালেও অভিযুক্তরা তা না মেনে ভূক্তভোগীকে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে বলে একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা গত ৯ বছর পূর্বে একই এলাকার সাহাবুদ্দিন সাবুর নিকট থেকে ৩.৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। সাহাবুদ্দিন সাবুর আর.এস খতিয়ানের ৪৬ নং দাগের ২২ শতক জমির মধ্যে ৩.৩২ শতক জমির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা দেখিয়ে তিনি বিক্রি করেন। এনিয়ে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক আবু হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলামের সাথে রাস্তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে, সাবু

দুই পক্ষকে ডেকে ওই জমির পিছন ইসমাইলের বের হওয়া রাস্তা দিক থেকে বের হবার ব্যবস্থা বের করে দেন সোহেল রানার পরিবারকে । গত ৪ বছর যাবৎ ওই রাস্তা ব্যবহার করছে সোহেল রানা তার পরিবারের লোকজন। এর একপর্যায়ে আরেক প্রতিবেশী মৃত আরশেদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন গত তিন মাস যাবৎ রাস্তা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে। এনিয়ে দফায় দফায় স্থানীয় ফাঁড়িপুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে বৈঠক হয়। বৈঠকে ইসমাইলের জমির মধ্যে সরকারি খাস জমিতে রাস্তা বের করার সিদ্ধান্ত দেয়। তবুও ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন তাদের যাতায়াত করতে দিবে না।

ইতোমধ্যে আজ সোমবার সকালে ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন ইটের প্রাচীল দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এহেন অমানবিক কাজের জন্য এলাকায় নিন্দার ঝড় বইছে।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎ শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড: ঘর বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডে কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরা) বসত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস টিম ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই সব পুড়ে শেষ। আজ সোমবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরায়)এর বাড়িতে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে ডাক চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে থাকে।

ততক্ষণে বসত বাড়িতে থাকা আসবার পত্রসহ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে করে জাহাঙ্গীর আলম ভেদু কলেরায় এর প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

হয়েছে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দুরুত্ব গতিতে রওনা হলেও ঘটনাস্থলে পৌয়ছানো আগেই পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস টিম পথের মধ্যে থেকে ফিরে আসে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আমি ঘটনা শুনেছি এবং তাদেরকে অফিসে আসার জন্য বলেছি। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার দরকার আমরা করবো।

চুয়াডাঙ্গায় প্রান্তিক নারীদের জন্য সাশ্রয়ী বাজার কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রান্তিক নারীদের জন্য সপ্তাহব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে বাজার কর্মসূচির ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) চুয়াডাঙ্গা।

চুয়াডাঙ্গা পুনাকের নিজস্ব অর্থায়ন এবং জেলা পুলিশের সিনিয়র অফিসারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাশ্রয়ী বাজার কর্মসূচির আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রান্তিক নারীরা চাল, ডাল, তেল, চিনি, আলু, পেঁয়াজ, ছোলা, মুড়ি, বেসন ও খেজুরের মত ১০টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যপন্য চলতি বাজার মূল্যের অর্ধেক মূল্যে ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন।

আজ রবিবার সকাল ১১টায় পুলিশ লাইন্সের সম্মুখে পুলিশ ফুড পার্ক চত্বরে প্রান্তিক নারীদের জন্য সপ্তাহব্যাপী সাশ্রয়ী বাজার কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার এবং চুয়াডাঙ্গা পুনাকের প্রধান উপদেষ্টা আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা। কর্মসূচিটির সার্বিক সমন্বয় করছেন চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সভানেত্রী মিসেস জান্নাতুল ফেরদৌস।

পুলিশ সুপার বলেন, আর্থিকভাবে অসচ্ছল অনেক মানুষই বিনামূল্যে পণ্য নিতে সম্মানিত বোধ করেন না। তাই পুনাক ও জেলা পুলিশের অফিসারদের সমন্বিত অংশগ্রহণে সাশ্রয়ী মূল্যের এই বাজার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পবিত্র মাহে রমজানে প্রান্তিক নারীদের সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে পেরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ও পুনাক পরিবার স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিটি আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা অবধি চালু থাকবে।

পুনাক সভানেত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ইফতার পার্টির আয়োজন না করে চুয়াডাঙ্গা পুনাক জেলার প্রান্তিক নারীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াস নিয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের জনহিতকর কাজের ব্যাপ্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উক্ত আয়োজনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুনাক সাধারণ সম্পাদক মিসেস জোবায়দা আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন, পুলিশ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

চুয়াডাঙ্গায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সাথে পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল থেকে দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন আনন্দ র্যালি আলোচনা সভা কেক কাটা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাঙালির অবিসাংবাদিত নেতা, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ বাঙ্গালি জাতির মুক্তির অগ্রদূত গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতা সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা পালিত হয়েছে দিনটি।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন সকাল সাড়ে আটটা থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর প্রকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শুরু করেন।

শুরুতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তারপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবি সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার, ফোর্স সহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে “বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনিব হাসি সবার ঘরে” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.এ কে এম সাইফুর রশিদ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষার্থী।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত ডিসি সাহিত্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শারমিন সুলতানার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু। চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক। আলোচনা সভা শেষ চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্প কলার আয়োজনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, জাতির সূর্য্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ,বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা স্কুলের শিক্ষক ও কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও আলোচনা সভা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও পিকেএসফের উদ্যোগে আজ রবিবার বেলা ২টায় মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী প্রবীন কেন্দে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতেই মাদবখালী বকুল শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে শিক্ষাথীরা দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী মালিহা খাতুন কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা্ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থি ছিলেন, মনোহরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, তিনি বলেন, ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধু জন্ম

হয় গোপালগঞ্জ জেলার টঙ্গিপাড়া গ্রামে। শিশুকাল থেকে মুজিব ছিলেন নেত্রীত্ব দেওয়ার প্রবনতা। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল বঙ্গবন্ধু তার জীবনে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করে কেটেছে। ৬ দফা ১১ দফাসহ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম করে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। তার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মেগা প্রকল্প, পদ্মা সেতু, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রো রেলসহ রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। তার এ উন্নয়নে আমরা বিশ্বে কাছে পরিচিতি লাভ করেছি।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রের আর এমও মোস্তাফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য আদিলুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জাহির রায়হান ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী আব্দুস শুকুর এবং মনোহরপুর ইউনিয়নের বালাই নাশক কমিটির সভাপতি রাজেদুল ইসলাম ও মনোহরপুর ইউনিয়ন কমিটির প্রবীন কমিটি সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন।

এরপর ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা করেন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রের আর এমও মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি এক নাগাড়ে ৭৫জন রো্গীকে চিকিৎসা প্রদান করেন এবং সহযোগী হিসাবে ছিলেন, সহকারী মেডিকেল অফিসার সোহেল রানা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির মনোহরপুর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন ও এসডিও আসাদুজ্জামান লিটন